দৈনিক সংবাদ

তারিখ JUL 7 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

আনন্দমোহন কলেজের বিস্ময়কর ঘটনা

আনন্দমোহন কলেজের ছাত্ররা সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে নিরাপত্তা চেয়েছে। মহাবিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসের ছাত্ররা বহিরাগতদের চাঁদাবাজির ফলে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে মহাবিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের এক ছাত্র চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় বহিরাগতরা তাকে মারপিট করেছে। এক পর্যায়ে উক্ত ছাত্রকে অধ্যক্ষের কক্ষে নিয়ে সন্ত্রাসীরা অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং ছাত্র সংসদের ভিপি ও জিএস-এর সামনেও মারধর করেছে। কর্তৃপক্ষের সামনেই সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাসের শিকার ছাত্রটিকে হুমকি দিয়েছে ২৩০০ টাকা দেয়ার জন্য, না হলে কিডনি নিয়ে যাবে বলে জানিয়েছে। ওই দিনই সন্ধ্যার দিকে সন্ত্রাসীরা উক্ত ছাত্রসহ আরেকজনের কাছ থেকে জোর করে চাঁদা নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, ছাত্রসমাজের ছাত্রদের কাছ থেকে প্রায়ই এভাবে চাঁদা আদায় করছে সন্ত্রাসীরা এ অভিযোগ রয়েছে।

বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, ছাত্রাবাসের ছাত্ররা কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের বাসায় গিয়ে নিরাপত্তা দাবি করলে ছাত্রদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে তারা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ ডেকে এনেছেন ছাত্রদেরকে সন্ত্রাসীদের 'দয়ার' উপর ছেড়ে দিয়ে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ছাত্রাবাসের ছাত্ররা একজোট হয়ে কলেজের অডিটোরিয়াম, বাস ও আমেকসু'র (ছাত্রদের ইউনিয়ন) কার্যালয়, ভিপি, জিএস কক্ষ ভাঙচুর করেছে। এ দফায় কলেজের বিভিন্ন কক্ষও ভাঙচুর করেছে। এই ঘটনার পর ছাত্ররা ছাত্রাবাস ত্যাগ করে এবং সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করে যে জসীমউদ্দীন হলের সুপার ৩০২ নং কক্ষে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ডাইনিং হলে সন্ত্রাসীদের খাওয়া এবং চাঁদাবাজির সঙ্গে হল সুপার প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বলেও ছাত্ররা অভিযোগ করেছে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন বলছে, দীর্ঘদিন ধরে কর্তৃপক্ষের কাছে ছাত্রাবাসে বহিরাগত সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের তৎপরতা বন্ধ করার দাবি জানালেও কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এর ফলেই বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ প্রফেসর জোহা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছাত্র নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন। আর ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের কয়েকজন শিক্ষক সন্ত্রাসীদের হাতে ছাত্রদের ছেড়ে দিয়ে নিজেদেরকে নিরাপদ করলেন পুলিশ প্রহরায়। শিক্ষকের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি এবং সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সম্পর্কের অভিযোগ এই প্রথম।

আমরা কোথায় চলেছি? এতদিন শুনতাম 'ছাত্র ক্যাডারের' কথা। ছাত্র ক্যাডারদের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি আর টেন্ডারবাজির কথা। এখন শোনা যাচ্ছে শিক্ষকদের কথা। তবুও ভাল যে, এখনো গোটা শিক্ষক সমাজ সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েননি। কিন্তু স্বাস্থ্য তো সংক্রামক নয়, ব্যাধিই সংক্রামক। আনন্দমোহন কলেজের এই ব্যাধি যদি সারাদেশের শিক্ষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কি হবে? কার ভরসায় আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাবো আমাদের সন্তানদের।

সর্বশেষ খবরে প্রকাশ, কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু আসল রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে কলেজ বন্ধ করলেই কি সমস্যার সমাধান হবে?

BANGLADESH BUREAU OF EDUCATIONAL INFORMATION AND STATISTICS
FREE FROM PARAMETERS
1. PROGRAM
2. PROGRAMMER
3. SYSTEM
4. DATE
SHEET — OF — SHEETS